

প্রজ্ঞাপনঃ ২০০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং-না ও নিঃপ্রঃসেল/০৮-২০০৩/১৪৩/১

তারিখঃ ২২/৩/২০০৫

প্রতি,

১। এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, এসবি/সিআইডি বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

৬। গার্ড ফাইল।

বিষয়ঃ **শিশু আইন, ১৯৭৪ প্রসঙ্গে**

উপরোক্ত বিষয়ে জানানো যাইতেছে, দেশে প্রচলিত শিশু আইন, ১৯৭৪ যথাযথভাবে পুলিশ কর্তৃক প্রয়োগ করা হইতেছে না মর্মে বিভিন্ন ফোরামে আলোচিত হওয়াসহ পুলিশের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করা হইতেছে। শিশু আইন, ১৯৭৪ যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্য পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্য সজাগ থাকিয়া উক্ত আইন যথাযথ প্রয়োগ করিয়া নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে তৎপর থাকিতে হইবে।

১। শিশু আইন, ১৯৭৪-এর ৫০ ধারা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা অর্থাৎ শিশু গ্রেফতার হইলে প্রবেশন অফিসারকে দ্রুত অবহিত করা।

২। শিশু গ্রেফতার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকিতে হইবে এই সম্পর্কে শুধুমাত্র চিঠিপত্রের মাধ্যমে অফিসারদের অবহিত না করিয়া অফিস কনফারেন্সে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করিতে হইবে।

৩। কোন শিশু গ্রেফতার হইলে তাকে শারীরিকভাবে কোনরূপ নির্যাতন করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

৪। শিশু গ্রেফতার হইয়া থানাহাজতে অবস্থান করিলে মশারী বা মশক নিবারণের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

৫। উক্ত আইনের অন্যান্য নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।

এই সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হইতেছে কিনা মর্মে একটি প্রবিবেদন আগামী ২৫/০৩/২০০৫ তারিখের মধ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ ২২/৩/০৫

(মোহাম্মদ আল্লাহ বকশ)।

এআইজি (অপরধ-৩), বাংলাদেশ পুলিশ

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং- নাঃনিঃপ্রঃ সেল/০৮-২০০৩/১৪৩(৮১)।

তারিখঃ ২২/৩/২০০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং-নাঃনিঃপ্রঃ সেল/০৮-২০০৩/২৭৬(৮০)

তারিখঃ ২৩/০৪/০৫

প্রতি,

১। এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল এসবি/সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

৬। অফিস নথি।

বিষয়ঃ কারাগারে থাকা শিশু/কিশোরদের অবস্থার উন্নয়নে জাতীয় টাঙ্কফোর্সের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পত্র সংখ্যা ৬১,৩৯,১৬,০০০০.৫৯.২০০৪-১২৯ (১৬৫) তাং-০৯/০৪/০৫।

কারাগারে থাকা শিশু/কিশোরদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় টাঙ্কফোর্সের ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী ০২টি অনুচ্ছেদ (খ) এবং (ফ)-এর বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে আগামী ০২/০৫/০৫ তারিখের মধ্যে ফ্যাক্স/বেতার বার্তার মাধ্যমে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হইলঃ

(খ) চড়ঘরপব থ্যডুঁষফ পড়ৎৎবপঃমু ত্বপড়ৎফ ঙ্যব ধমব ডভ ঙ্যব পয়রষফৎবহ রহ ঙ্গাজ ধহফ রহভডৎস ষড়পধষ ঢৎডনধঃরডহ ডভভরপবৎ ধনডুঁঃ ঙ্যব পয়রষফৎবহ ধৎৎবৎৎবফ নু ঙ্যবস. জবসধরহরহম রিঃয়রহ ঙ্যব নডুঁহফং ডভ ষধি, চড়ঘরপব থ্যডুঁষফ ঙু ঙু ধাড়রফ ধৎৎবৎঃ ডভ ঙ্যব পয়রষফ ডভভবহফবৎ.

(ন) চড়ঘরপব ডভভরপবৎ থ্যডুঁষফ ভড়ৎঃয়রিঃয় ঙ্গডুঢ় পঁবষু ঙু পয়রষফৎবহ যিরষব ফবধষরহম রিঃয় পয়রষফ ডভভবহফবৎ.

স্বাঃ ২৩/৪/০৫

(মোহাম্মদ আল্লাহ বকশ)

এআইজি (অপরাধ-৩), বাংলাদেশ পুলিশ

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

নং জিএ/৪৭-২০০৫ (ইস)/১০০৫

তারিখঃ ১৪/৫/২০০৫

গত ২৫/৮/২০০৫ তারিখে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনার প্রেক্ষিতে জনিয়ার পুলিশ সার্ভিস রুল ১৯৬৯-এর ৭(২)-এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ, সশস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, রিজার্ভ ইন্সপেক্টর (আরআই) এবং শহর ও যানবাহন পুলিশ পরিদর্শকগণকে রেঞ্জের মধ্যে জেলা/আরআরএফ সংস্থায় বদলী করার মত এতদ্বারা রেঞ্জ ডিআইজিগণ (রেলওয়ে/হাইওয়ে রেঞ্জসহ)-এর উপর ন্যস্ত করিলেন। একইভাবে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নসমূহে কর্মরত সশস্ত্র পুলিশ পরিদর্শকগণকে আন্তঃ ব্যাটালিয়ন বদলী করার ক্ষমতা ডিআইজি এপিবিএন-এর উপর ন্যস্ত করা হইল। এখন হইতে ইউনিট/রেঞ্জ প্রধানগণ তাহাদের আওতাধীন সশস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, রিজার্ভ ইন্সপেক্টর (আরআই) এবং শহর ও যানবাহন পুলিশ পরিদর্শকগণ-এর এসিআর সংগ্রহ/সংরক্ষণ করিবেন। পদোন্নতির ক্ষেত্রে নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শকগণের ন্যায় একই পদ্ধতিতে আরএএল প্রস্তুত করিবেন এবং সব ধরনের ছুটি মঞ্জুরের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ডিআইজি/পুলিশ কমিশনারগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুরের ক্ষেত্রে পূর্বের ন্যায় পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হইতে অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

স্বাঃ (মোহাম্মদ হাদিস উদ্দিন)

নং জিএ/৪৭-২০০৫ (ইন্স)/১০০৫/১(২০২)

তারিখঃ ১৪/৫/২০০৫

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল।

১। রেজিস্ট্রার, পুলিশ স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।

২। বিজ্ঞপ্তি নথি/গার্ড ফাইল।

(সৈয়দ তৌফিক উদ্দিন আহমেদ, পিপিএম, সেবা)

এআইজি (সংস্থাপন), বাংলাদেশ পুলিশ

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
[প্রবিধান ১১৫, সজে সংশ্লিষ্ট]

স্মারক নং-এস/১০৭-২০০৩/১৫৫১ (১১৫)

তারিখঃ ০৫/০৫/২০০৫

প্রাপকঃ

১। রেজিস্ট্রার, পুলিশ স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।

১৫। সুপারিনটেনডেন্ট, কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজারবাগ, ঢাকা।

বিষয়ঃ বিনা অনুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগ প্রসঙ্গে।

আপনার অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে, ইদানিং জেলা/ইউনিটের কনস্টেবল ও অন্যান্য কর্মচারীগণের বিভিন্ন কারণে কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগের প্রবণতা পরিলক্ষিত হইতেছে। সম্প্রতি এক ঘটনায় খুলনা জেলার এক পুলিশ সদস্য জেলা পুলিশ লাইন্সে অনুষ্ঠিত কল্যাণ সভা শেষে যথাসময়ে কর্মস্থলে হাজির না হইয়া কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অন্য জেলায় নিজ বাড়িতে যাইয়া সন্ত্রাসী কর্তৃক খুন হন। ইহাতে পুলিশ বিভাগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ভবিষ্যতে যাহাতে কোন জেলা ইউনিটের পুলিশ সদস্যগণ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থল ত্যাগ করিতে না পারে সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ পালন করিবার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইলঃ

১। জেলা পুলিশ সদস্য জেলার অভ্যন্তরে বা অন্য কোন জেলা/ইউনিটে গমন করিলে অবশ্যই সিসি নিয়া যাওয়া এবং যথাসময়ে কর্মস্থলে ফেরত আসিবার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধানগণ নিশ্চিত করিবেন।

২। যে ইউনিটে গমন করিবেন সেই ইউনিটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আগত পুলিশ সদস্যের সিসিতে সময় ও তারিখ উল্লেখপূর্বক হাজির করিবেন এবং প্রস্থান দিবেন। কোনক্রমেই সিসিতে আগাম তারিখ ও সময় উল্লেখ করিবেন না।

৩। জেলা/থানা/ফাড়ি ক্যাম্প ইত্যাদি পুলিশ ইউনিটে প্রতিদিন রোলকলের মাধ্যমে কর্মস্থলে উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন। স্ব-স্ব ইউনিট প্রধানগণ তাহাদের অধঃস্তন কর্মচারীগণের পর হাজিরের বিষয়টির জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন।

৪। পরিদর্শনকারিগণ বর্ণিত বিষয়ে আকস্মিক পরিদর্শনের মাধ্যমে তাহাদের উপস্থিতি যাচাই করিবেন।

৫। কোন পুলিশ সদস্যকে কোন কারণে সরকারি কাজে প্রেরণ করা হইলে যাহাতে সে নিজ বাড়িতে চলিয়া না যায় সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধানগণ তাহা নিশ্চিত করিবেন।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

স্বাঃ
(আবু হাসান মুহম্মদ তারিক)
এআইজি (গোপনীয়), বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা। [প্রবিধান ৩৭৮ পঠিতব্য]

স্মারক নং-অপ-১/৫৯-২০০৫ (সাধারণ-৪)/১৬৮৮(৭০)।

তারিখঃ ১৩/৬/২০০৫

প্রাপকঃ

১। পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, সিএমপি, কেএমপি, আরএমপি।

২। পুলিশ সুপার, (সকল, রেলওয়ে জেলাসহ)।

বিষয়ঃ সাজাপ্রাপ্ত গ্রেফতারী পরোয়ানার ক্ষেত্রে আসামীদের নাম এবসকন্ডার রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রসঙ্গে।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে, জিআর ও সিআর মামলায় সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামীদের গ্রেফতারী পরোয়ানা সঠিকভাবে তামিল না হওয়ার কারণে মূলতরী পরোয়ানার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পরোয়ানা তামিল না হওয়ার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হিসাবে দেখা যায়, এই পরোয়ানাগুলি সঠিকভাবে এবসকন্ডার রেজিস্টারে উঠানো হইতেছে না এবং নিয়মিতভাবে স্ট্রাইকড এবং ড্রাইভচ এবং পিরিয়ডিক্যাল ইনকোয়ারী না হওয়ার কারণে এই পরোয়ানাগুলি তামিলে শিথিলতা দেখা যাইতেছে।

পুলিশ অফিসে রক্ষিত এবসকন্ডার রেজিস্টারটি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইতেছে না। থানায় রক্ষিত এবসকন্ডার রেজিস্টারের সহিত ইহার কোন মিল নাই। এই অবস্থা চলিতে দেওয়া মোটেও ঠিক নয়। প্রতিটি সাজাপ্রাপ্ত পরোয়ানা যাহাতে সঠিকভাবে রেজিস্টারে উঠানো হয় উহার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য পুলিশ কমিশনারসহ সকল পুলিশ সুপারদের নির্দেশ প্রদান করা হইল। কোন ইউনিট এই আদেশ পালনে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কমিশনার/পুলিশ সুপারগণ ঐ সমস্ত ইউনিট প্রধানের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ ডিআইজিগণ ইউনিট পরিদর্শনকালে এই আদেশ সঠিকভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা উহার তদারকি করিবেন।

সকল পুলিশ কমিশনার ও পুলিশ সুপারদেরকে জিআর, সিআর মামলার সাজাপ্রাপ্ত পরোয়ানার একটি হিসাব আগামী ১৬/৬/০৫ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এআইজিগণের নিকট প্রেরণের জন্য বলা হইল। ঐ পরিসংখ্যানে তাঁহাদের উল্লেখ করিতে হইবে, কতটি সাজাপ্রাপ্ত পরোয়ানার আসামীদের এবসকন্ডার ঘোষণা করিয়া সংশ্লিষ্ট এবসকন্ডার রেজিস্টারে উঠানো হইয়াছে এবং কতটি পরোয়ানার ক্ষেত্রে অদ্যাবধি এবসকন্ডার ঘোষণা করা হয় নাই। সংশ্লিষ্ট এআইজিগণ উহা প্রাপ্তির পর আগামী অপরাধ সভায় আইজিপির নিকট উপস্থাপন করিবেন।

স্বাঃ
(মো আবদুল কাইয়ুম)
ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

স্মারক নং-অপরাধ-১/৫৯-২০০৫ (সাধারণ-৪)/১৬৮৮(৭০)

তারিখঃ ১৩/০৬/২০০৫

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ
১। ডিআইজি, ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট রেঞ্জ।

স্বাঃ
(অমূল্য ভূষণ বড়ুয়া)
এআইজি (অপরাধ-১)
বাংলাদেশ পুলিশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং এস/১০৭-২০০৪ (অংশ)/২৬৯৭ (১০৮)

তারিখ : ০৪/০৮/২০০৫

বরাবর,

১। মহাপরিচালক, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, র‍্যাব ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

২। সুপারিন্টেন্ডেন্ট, টিটিসি, মিল ব্যারাক, ঢাকা।

বিষয়ঃ পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকা প্রসঙ্গে।

দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা ও জনগণের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে পুলিশ বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করিতে হয়। পুলিশ বাহিনীর প্রত্যেক সদস্য দিন-রাত অবিরাম পরিশ্রম করিয়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ব্যক্তিগত কষ্ট স্বীকার করিয়া জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করিয়া পুলিশের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রাখিতেছে।

সম্প্রতি পুলিশ বাহিনীর কতিপয় সদস্যদের বিভিন্ন অপরাধ সংঘটনে জড়িত থাকার সংবাদ পরিলক্ষিত হইতেছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাহারা বিভিন্ন ধরনের অপরাধে জড়িত থাকার ঘটনা ঘটাইতেছে এবং এই প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সম্প্রতি ডিএমস্থির একজন সার্জেন্ট জনৈক ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই, একজন এএসআই, একজন নায়ক ও তিনজন কনস্টেবল দুইজন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে রূপার অলংকার ছিনতাই করিতে গিয়া গ্রেফতার হয়। ইছা ছাড়াও কুমিল্লা জেলার একজন কনস্টেবল জনৈক ব্যক্তিকে ভয়ভীতি দেখাইয়া তাহার টাকা ও মোবাইল ফোন জোরপূর্বক লইয়া যাওয়ায় উক্ত কনস্টেবলকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে থাকিয়া দেশের জনগণের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। সেইক্ষেত্রে কতিপয় পুলিশ সদস্যের এহেন অপরাধে জড়িত থাকায় পুলিশ বাহিনীর দীর্ঘদিনের কষ্টার্জিত সুনাম ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হইতেছে।

পুলিশ বাহিনীর মধ্যে এই ধরনের অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টি ও বিভাগীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থী কার্যকলাপ অত্যন্ত শক্ত হাতে দমন করা অপরিহার্য।

পুলিশের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার লক্ষ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হইতে ইতিপূর্বে প্রেরিত স্মারক নং এস/২৭-৮৮/১০৯৪ (১০০) তারিখঃ ১১/৯/৮৯, স্মারক নং এস/১২০-৯৬/২০০ (১০৯) তারিখঃ ২০/০৭/১৯৯৬ এবং স্মারক নং জিএ/১৮৮-৮ (অংশ)/২৬১ (১২০) তারিখঃ ০৫/০২/০৪-মূলে বর্ণিত দিক-নির্দেশনা যথাযথভাবে এবং নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিপালন করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া অনুরোধ করা যাইতেছেঃ

১। পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকা সংক্রান্ত পরবর্তীকালে কোন রকম প্রশাসনিক কিংবা তদারকিতে শৈথিল্য অথবা অবহেলা বা গাফিলতি পরিলক্ষিত হইলে সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক বিভাগীয় ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

২। সকল ইউনিট প্রধান ও ইউনিট ইন-চার্জগণকে অতিসত্বর কল্যাণ সভা আহ্বান করিয়া সর্ব স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সব ধরনের অপরাধমূলক ও নীতিবহির্ভূত কর্মকাণ্ড হইতে বিরত থাকিবার জন্য সতর্ক ও উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। এই ধরনের সতর্কীকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরবর্তীতেও অব্যাহত থাকিবে।

৩। পুলিশ বিভাগের কোন সদস্য কোন রকম অপরাধের সহিত জড়িত না হইতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং উহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৪। অপরাধের সহিত জড়িত এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৫। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পুলিশ লাইনস, থানা, ফাড়ি, তদন্ত কেন্দ্র ও অন্যান্য পুলিশ ইউনিট পরিদর্শনকালে অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে উল্লেখিত বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হইতে বিরত থাকিবার নিমিত্তে সকল পুলিশ সদস্যকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

৬। পুলিশ লাইনসসহ প্রত্যেক পুলিশ ইউনিটে ও বিভিন্ন স্থানে গার্ডে নিয়োজিত ফোর্সদের নিয়মিত রোলকল নিশ্চিত করিতে হইবে।

৭। উর্ধ্বতন তদারকি কর্মকর্তাগণকে আকস্মিকভাবে বিশেষ করিয়া রাত্রিকালীন সময়ে পুলিশ লাইনস, ব্যারাক এবং গার্ড পরিদর্শন করিতে হইবে।

৮। পুলিশে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রার্থীদের চরিত্র ও প্রাক-পরিচয় সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে তদন্ত নিশ্চিত করিতে হইবে। তদন্তকালে কোন তথ্য গোপন করা কিংবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা বা ভুল রিপোর্ট প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

স্বাঃ ০৪/০৮/০৫

(আবু হাসান মুহম্মদ তারিক)

এআইজি (গোপনীয়), বাংলাদেশ পুলিশ

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

ফোনঃ ৯৫৬৩২৩৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

সার্কুলার নং ০২/২০০৫

[২৪৩/২৪৪ প্রবিধানসমূহের সঙ্গে পঠিতব্য]

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে, সারাদেশে বিভিন্ন থানায় নারীর শ্লীলতাহানি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামাসহ বিভিন্ন ঘটনায় শিশুদের আসামী করা হইতেছে এবং ঐ সমস্ত মামলা থানায় রুজু করা হইতেছে। সম্প্রতি ০১/০৩/২০০৫ তারিখের প্রথম আলো পত্রিকায় স্বেচ্ছা-মায়ের কোলে চড়ে এসে জামিন নিল ওরা ৪ জন শিরোনামে এবং ০৫/০৩/২০০৫ তারিখের প্রথম আলো পত্রিকায় স্বেচ্ছা বছরের শিশু ইমন শ্লীলতাহানির চেষ্টা মামলায় আসামীচ শিরোনামে সংবাদ প্রচার হওয়ায় পুলিশের ভাবমূর্তি ভীষণভাবে ক্ষুণ্ণ হইতেছে। এজাহারের বিষয়বস্তু ও মামলা রুজুর পর পুলিশ আইনগত কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে উহা উহা থাকায় এবং ফলাও করিয়া পত্রিকায় প্রচারের কারণে জনমনে বিভ্রান্তিসহ পুলিশের প্রতি জনগণের বিরূপ ধারণায় সৃষ্টি হইতেছে।

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৫৪ ধারায় এফআইআর রুজু করার বিষয়ে লিখিত ব্যতীত মৌখিক জবানবন্দীর ভিত্তিতে এফআইআর রুজুর বিধান আছে। মৌখিক জবানবন্দীর ভিত্তিতে ভিত্তিতে এফআইআর অথবা লিখিত এফআইআর গ্রহণ করার সময় আসামীদের বয়স উল্লেখ থাকিলে এই ধরনের বিভ্রান্তিকর সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আলোচ্য বিষয়ে এফআইআর রুজুর সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ইতিপূর্বে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হইতে জারিকৃত পরিপত্র নং ১৭/১৯৯৭, পরিপত্র নং ৫/৯৮ এবং পরিপত্র নং-৫/৯৯ মূলে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

এখন হইতে সারাদেশে থানা, তদন্ত কেন্দ্র বা ফাঁড়িতে এফআইআর রুজু অথবা লিখিত এফআইআর গ্রহণ করিবার সময় আসামীর বয়স উল্লেখ করা হইয়াছে কিনা অবশ্যই তাহা যাচাই করিয়া এফআইআর লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এতদ্বিতীয় ফৌজদারী কার্যবিধির ১৫৪ ধারা এবং পিআরবির ২৪৩ ও ২৪৪ বিধি মোতাবেক প্রতিপালন করিতে হইবে। এফআইআর লেখার সময় বাদী থানায় উপস্থিত থাকিলে তাহার মৌলিক জবানবন্দীতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজে অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বহস্তে এজাহার লিপিবদ্ধ করিবেন। অভিযোগপত্র দাখিল করিবার পূর্বে তদন্তকারী অফিসার অবশ্যই আসামীর বয়স ও ঠিকানা যাচাই করিবেন।

এই আদেশ জারির পর ভবিষ্যতে মামলা রুজুর ক্ষেত্রে কোন ভুল-ত্রুটির কারণে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে কঠোর বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সকল ইউনিট প্রধানকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

স্বাঃ
(মোঃ আশরাফুল হুদা, পিপিএম)
ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ

স্মারক নং-অপরাধ-১/৫৮-২০০৫ (সাধারণ-৩)/৭৬৭ (৮৩)

তারিখঃ ২২/০৩/২০০৫

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

১। এডিশনাল আইজি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

৭। পুলিশ সুপার (সকল) রেলওয়েসহ।

স্বাঃ
(আবুল কাসেম ফেরদৌস)
এআইজি (অপরাধ-১)
বাংলাদেশ পুলিশ।
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা